গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬ - ১২ জানুয়ারি ২০২৩ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

জন্মশতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"যে কোনও আদর্শ— তা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হোক, বিপ্লব বা শ্রেণিসংগ্রামের বড় বড় কথাই হোক— সব বড় আদর্শেরই প্রাণসত্তা বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলির মধ্যে যে নৈতিক বল এবং নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে তার মধ্যে এবং তাদের সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে।"

— সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে

বন্দে ভারত! ন্যূনতম ভাড়া ১৭০০ টাকা এ কোন ভারতের বন্দনা!

প্রধানমন্ত্রী অনলাইনে। অকুস্থলে হাজির তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ একগাদা সিপাই-সান্ত্রী, লোক-লস্কর। ৩০ ডিসেম্বর হাওড়া স্টেশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হচ্ছে। এই যাত্রা নিয়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। স্টেশনে স্টেশনে তাঁরা জমায়েত করেছিলেন এই ট্রেনকে স্বাগত জানাতে। সব মিলিয়ে এক হইহই রইরই ব্যাপার! সংবাদমাধ্যম থেকে সমাজমাধ্যম সরগরম। পরিবেশিত হচ্ছে হাতে-গরম সব খবর, কত জোরে ছুটবে এই ট্রেন, সিট কত ডিগ্রি ঘোরানো যাবে, কী কী মেনু রসনা-তৃপ্তি ঘটাবে— এমন কত কী।

ঠিক তার পরদিনই চোখে পড়ল ৫ ঘন্টার বেশি দেরিতে চলা দিল্লি থেকে পুরীগামী পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসের এক অসহায় যাত্রী ভারতীয় রেলের টুইটার হ্যান্ডেলে কাতর আবেদন জানিয়েছেন, সময়ে ট্রেন চালানোর ব্যাপারে এই অবহেলা শেষ হবে কবে? দেখা গেল একই দিনে বাঙ্গালোরের যশবন্তপুর থেকে ছাড়া আর এক ট্রেনের যাত্রী প্রতিদিন দেরির অভিযোগ জানিয়ে লিখেছেন, নতুন ট্রেন চালুর চমক না দিয়ে সিগনাল ব্যবস্থাটা একটু উন্নত করা যায় না? যথারীতি রেল দপ্তর উত্তর দিয়েছে আপনাদের টিকিটের পিএনআর নম্বর জানিয়ে মেল পাঠান, আমরা উচ্চপর্যায়ে অসুবিধার খবর জানিয়ে দিচ্ছি। কী আশ্চর্য, ওই ট্রেনগুলো যে দেরিতে চলছে তা রেল দপ্তর জানে না! যাত্রীকে টিকিটের নম্বর দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে! দেশের দুই প্রান্তের দুই ট্রেনের দুই যাত্রীর অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিল, এটাই আসলে ভারতীয় রেলের যাত্রীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা।

তবে যে প্রধানমন্ত্রী বললেন, তাঁরা ভারতের রেল যোগাযোগকে এক নতুন যুগে নিয়ে গেছেন, সাত দশকে যা হয়নি, এক দশকে বিজেপি সরকার তা করে দেখিয়েছে! কী দেখিয়েছে? প্রধানমন্ত্রী ফিরিস্তি দিয়েছেন, কত ডবল লাইন, কত লাইনের বৈদ্যুতিকরণ তাঁরা করেছেন। আর শুনিয়েছেন আধুনিক বন্দে ভারত, তেজস এক্সপ্রেসের কথা। রেলমন্ত্রী রেলের উন্নতির নামে ওয়াইফাই ব্যবস্থা, ইন্টারনেট যোগাযোগের ব্যবস্থা নিয়ে এতটাই মশগুল যে সারা দেশে মাত্র ছ'টি ক্ষেত্রে একযোগে নতুন ইন্টারলকিং ব্যবস্থার কথা বলেই তাঁকে ক্ষান্ত হতে হয়েছে। সরকারের সুবিধা হল, প্রতিদিনের রেলযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে এমন বেশিরভাগ যাত্রীই টুইটার ইত্যাদি ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারেন না। আর এখন অনলাইনে অভিযোগের নামে এগুলিই একমাত্র মাধ্যম দাঁড় করিয়েছে রেল। ফলে লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর কথা রেলের কর্তা আর মন্ত্রীদের শোনবারই দরকার হয়

দুয়ের পাতায় দেখুন

নেতাজির চরম বিরোধীরা আজ তাঁর পরম ভক্ত সাজছে

ভারতের স্বাধীনতার পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ পেলে নিঃসন্দেহে সবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতেন। বিশেষ করে নিরক্ষরতা দূর করতে সচেষ্ট হতেন— ৩১ ডিসেম্বর এক অনলাইন আলোচনা সভায় জার্মানি থেকে অংশ নিয়ে এ কথা বললেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অর্থনীতির পূর্বতন অধ্যাপক অনিতা বসু পাফ।

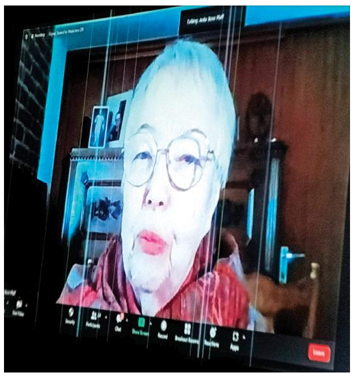

ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখছেন নেতাজিকন্যা অনিতা বসু পাফ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতিভূ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১-২৩ জানুয়ারি এই মহান বিপ্লবীর সংগ্রামকে স্মরণ করার নানা কর্মসূচি নিয়েছে তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্দেশে গঠিত সর্বভারতীয় কমিটি। ৩১ ডিসেম্বর ছিল সেই কর্মসূচির উদ্বোধনী ওয়েবিনার। ফেসবুক, ইউটিউব সহ নানা মাধ্যমে ভারতের লক্ষাধিক মানুষ এই আলোচনা শোনেন। বিদেশে বসবাসকারী বহু ভারতীয় এই অনলাইন সভায় যোগ দেন। দেশের রাজ্যে রাজ্যে বহু মানুষ হলে বা রাস্তার উপরে একত্রিত হয়ে বড় পর্দায় অনুষ্ঠানটি দেখেন।

আটের পাতায় দেখুন

আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, অবরোধ

রাজ্য জুড়ে আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। বিভিন্ন গ্রামে বহু মানুষ যাঁরা মাটি বা ছিটেবেড়ার ঘরে কিংবা ত্রিপল টাঙিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, আবাস তালিকায় তাঁদের অনেকেরই নাম নেই। অন্য দিকে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ পাকা বাড়ির মালিক, আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন অনেকের নাম উপভোক্তা তালিকায় তোলা হয়েছে। এমনকি পঞ্চায়েত কর্তারা নাম তোলার জন্য হাজার হাজার টাকা উপভোক্তাদের থেকে নিয়েছেন, এ অভিযোগও বহু মানুষ করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যথার্থ প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ, যাঁদের নাম তালিকায় থাকার কথা নয়— রাজনীতির রঙ বিচার না করে সেইসব নাম বাতিল করা, আশা বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নয়— উপযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে তালিকা যাচাই করা, অন্যায়ভাবে নাম ঢোকানোর কাজে যুক্তদের কঠোর শাস্তি, বঞ্চিতদের আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো, আবেদনপ্রাপ্তির প্রমাণ দেওয়া সহ অন্যান্য দাবিতে রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ

এ কোন ভারতের বন্দনা !

একের পাতার পর

না। একেবারে দিন আনা-দিন খাওয়া এই অধিকাংশ যাত্রীর কথা শুনতে পেলে সরকার এবং রেলের কর্তারা জানতে পারতেন নিত্যযাত্রীদের নিত্য-যন্ত্রণার কথা। কেমন করে প্রাণ হাতে নিয়ে যাত্রীদের রেল ভ্রমণ করতে হয়, তার একটু চিত্র হয়ত কর্তারা দেখতেও পেতেন! ট্রেন লেট, বড় স্টেশনের সিগন্যালে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা, যখন তখন লোকাল, প্যাসেঞ্জার ট্রেন, এমনকি কমদামি মেল-এক্সপ্রেস পর্যন্ত বাতিল হওয়া প্রায় নিত্যদিনের ঘটনায় পর্যবসিত। দূরপাল্লার যাত্রীদের জন্য সামান্য জলও অমিল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সামান্য কিছু ট্রেন ছাড়া বাকি হাজার হাজার কামরায় পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। সাধারণ যাত্রীরা চড়েন এমন স্লিপার কামরা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শ্রেণির সব কামরাতেই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারটাই রেল প্রায় ভুলে গেছে মনে হয়। এর ওপর কোভিড মহামারির সময় রেলের ক্ষতির অজুহাতে সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গায়ে এক্সপ্রেস কিংবা স্পেশাল তকমা সেঁটে দিয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ ভাড়া আদায় চলছে। উত্তরবঙ্গের জন্য দামী আধুনিক ট্রেনের উদ্বোধন করতে গিয়ে রেলমন্ত্রীর মনে পড়েছিল কিনা জানা নেই, মাত্র কিছুদিন আগেই ময়নাগুড়ির কাছে ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ভেঙে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনায় পড়ার কথা!

বিজেপি সরকার রেলের উন্নতি বলতে কী বুঝিয়েছে? তাদের প্রচারে যা উঠে আসে, তা মূলত বেসরকারি তেজস এক্সপ্রেস, যাতে বিমান সেবিকার মতো রেল সেবিকারা খাবার পরিবেশন করেন। এ ছাড়া আছে বন্দে ভারতের মতো বিলাসবহুল ট্রেন, বিমান বন্দরের ধাঁচে কিছু স্টেশনকে সাজিয়ে তা থেকে বাড়তি আয়, শিয়ালদহ, হাওড়ার মতো বড় স্টেশনগুলিকে কার্যত শপিং মলে পরিণত করা। এতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবনাটা কতটা অনুপস্থিত তা শিয়ালদহ স্টেশনের নর্থ সেকশন দিয়ে যাতায়াত করা লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন। সৌন্দার্যায়নের ঠেলায় বিশাল অংশ ঘেরা, ফলে সরু রাস্তা দিয়ে একসাথে হাজার হাজার মানুষ বেরোতে গিয়ে প্রতিদিন অফিস টাইমে প্রায় পদপিষ্ট হওয়ার দশা হচ্ছে যাত্রীদের। রেলের কর্তারা কিন্তু 'উন্নয়নে' অটল! রেল পরিকাঠামোর এমনই অবস্থা যে, বেসরকারি তেজস এক্সপ্রেস সরকারের দ্বারা বিশেষ প্রচারিত টাইমটেবল মেনে চালাতে তার আগে পরে বেশ কিছুক্ষণ অন্য ট্রেন বন্ধ রাখার ফতোয়া দিতে হয়েছে।

যে ট্রেন নিয়ে এত হইচই, সেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নাকি সেমি হাইস্পিড! মোটামুটি ৫৬০ কিলোমিটার যেতে সময় নেবে সাড়ে সাত থেকে আট ঘন্টা। অর্থাৎ গড়ে গতিবেগ থাকবে ঘন্টায় ৭০ থেকে ৭২ কিলোমিটার। রেলকর্তারাই জানিয়ে দিয়েছেন রেল ট্র্যাকের যা অবস্থা তাতে বেশি জোরে ট্রেন ছোটালে আর একটা ময়নাগুড়ির মতো দুর্ঘটনা হবে। স্বয়ংক্রিয় দরজা ইত্যাদি এখনকার দিনে কোনও বিরাট উন্নত প্রযুক্তি নয়। আসল প্রযুক্তির ক্ষেত্র ছিল নিরাপদ এবং দ্রুত ট্রেনযাত্রার ব্যবস্থা। তাতে রেলের নজর কম।

'বন্দে ভারত' ট্রেনের ভাড়া শুরু ১৭০০ টাকা থেকে। 'এক্‌জিকিউটিভ ক্লাসে' চড়তে হলে দিতে হবে ২৮০০ টাকা। কারা চড়বেন এই ট্রেনে? ইতিমধ্যেই একটি শতাব্দী এক্সপ্রেস এই রুটে যাতায়াত করে। সে ট্রেনেও সময় প্রায় একই লাগে। সে ট্রেনের ভাড়াও সাধারণের সাধ্যের বাইরে। তবু বিশেষ কিছু যাত্রীর প্রয়োজনের কথা ভেবে এ ধরনের একটি ট্রেন চালানো যেতেই পারে। কিন্তু তা নিয়ে এত হইচইয়ের কারণ কী? বিশেষত এ দেশে বন্দে ভারত কিংবা শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো বিলাসবহুল ট্রেনগুলিতে উচ্চ শ্রেণিতে যাতায়াতের ক্ষমতা যাদের আছে তাঁরা শখ করে মাঝে মাঝে ট্রেনে চড়লেও প্রধানত যাতায়াত করেন বিমানেই। ফলে বিমান যোগাযোগ আছে এমন ট্রেনরুটে উচ্চ শ্রেণির আসন খালি যায় বহু সময়। অথচ এই ধরনের ট্রেন এবং বিলাসবহুল কামরার জন্য বিশেষ কর্মী নিয়োগ, মুখরোচক খাবার-দাবার সহ ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির বোঝা যা বইতে হয় তার তুলনায় আয় বাড়ে না।

মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে মাঝে রেলের ভর্তুকি নিয়ে আক্ষেপ করেন। তাঁরা উচ্চ শ্রেণির ভর্তুকির কথা চেপে গিয়ে সে দায় চাপিয়ে দেন লোকাল ট্রেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীদের ওপর। কিন্তু রেলের নিজের হিসাব কী বলছে? এই চলতি আর্থিক বছরে এপ্রিল থেকে অক্টোবরে সাত মাসে রেলের অসংরক্ষিত কামরার যাত্রী বেড়েছে ১৯৭ শতাংশ। তার জন্য এই ক'মাসে অসংরক্ষিত টিকিট থেকে রেলের আয় গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ৫০০ শতাংশ বেড়েছে। আর সংরক্ষিত সমস্ত শ্রেণি মিলে একই সময়ে যাত্রী বেড়েছে ২৪ শতাংশ। আয় বেড়েছে ৬৫ শতাংশ (লাইভ মিন্ট, ১১ অক্টোবর, '২২)।

অর্থাৎ ভর্তুকি বেশি যায় উচ্চশ্রেণির জন্য। অথচ যাত্রীদের অভিজ্ঞতা হল রেল কর্তৃপক্ষ দূরপাল্লা বা মাঝারি পাল্লার ট্রেনে ক্রমাগত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা কমিয়ে উচ্চ শ্রেণির কামরা বাড়াচ্ছে। সাধারণ গরিব মানুষ অসংরক্ষিত দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় বাদুড়ঝোলা হয়েও যাতায়াত করতে বাধ্য হন। শালিমার কিংবা হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেনগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভয়াবহ যাত্রার দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, বিশেষ বিশেষ সময়ে উত্তর ভারতের ট্রেনগুলির ভিড়ের সঙ্গে যাঁদের একবার পরিচয় ঘটেছে সে আতঙ্ক তাঁদের সহজে যায় না। কিন্তু রেলকে যদি ভারতের লাইফলাইন বলতে হয় তাহলে মালগাড়ি ছাড়া লোকাল এবং নানা ট্রেনের এই সব সাধারণ কামরাগুলোর জন্যই বলতে হবে। এতে চড়েই বাদুড়ঝোলা হয়ে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের কাজের জায়গায় পৌঁছন। তাঁরা সব কষ্ট সয়ে এভাবে পৌঁছন বলেই উৎপাদনের চাকা ঘোরে। এমনকি নির্মাণ শ্রমিক, পরিচারিকা, অসংগঠিত ঠিকা কর্মী ইত্যাদি যাঁদের কম পয়সায় মান্থলি টিকিট দেওয়াকে বিজেপি নেতারা অপচয় বলে দেখান—তাঁরা কর্মস্থলে না পৌঁছলে উৎপাদনের চাকাটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। রেল এঁদের বদান্যতা দেখায়, এমন ভাবার কারণ নেই—এঁদের শ্রমে দেশটা চললে তবেই কিন্তু রেল চলবে। এই শ্রমজীবী মানুষেরাই আসল ভারত। অথচ বন্দে ভারতে এঁদেরই স্থান নেই। এ তাহলে কোন ভারতের বন্দনা?

আসলে রেল যে দেশের মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা, এ কথাটাই পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস কংগ্রেস থেকে বিজেপি সহ ক্ষমতালোভী দলগুলি ভুলিয়ে দিতে চায়। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে উদারিকরণ, বিশ্বায়নের পথ ধরেই রেলের বেসরকারিকরণের শুরু করেছে কংগ্রেস। তারপর যে দলই গদিতে এসেছে একই কাজ করেছে। মানুষের ভুলে যাওয়ার কথা নয় 'গরিব রথ' এক্সপ্রেসের নামে আদ্যোপান্ত এসি কামরার দামি ট্রেন চালু করে গেছেন 'গরিব কা মসিহা' উপাধিতে ভূষিত লালুপ্রসাদ যাদব। বিজেপি সেই বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণকে চরম জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। রেলের কর্মী ছাঁটাই চলছে, বেসরকারি ঠিকাদারের হাতে একে একে গুরুত্বপূর্ণ বহু কাজ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি 'নিরাপদ' রেল চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পোস্টেও অভিজ্ঞ কর্মীদের বিদায় দিয়ে ঠিকাদার আনা হচ্ছে। সাড়ে তিন লক্ষের বেশি অভিজ্ঞ রেলকর্মীকে স্বেচ্ছাবসর দেওয়া হয়েছে। ড্রাইভার, গার্ড, কেবিনম্যান, মেকানিক, ইয়ার্ড মাস্টার, ইঞ্জিন ও কামরা তদারকির টেকনিসিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, স্টেশন মাস্টারের মতো দায়িত্বশীল বহু পদ শূন্য। পরিস্থিতি এমন যে, সম্প্রতি রেল বোর্ডের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত শতাধিক রেল অফিসার কর্মী সংকটে চাপ সামলাতে না পারার কারণে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিতে চেয়েছেন।

তা হলে বিজেপি নেতারা স্টেশনে স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পিছনে দৌড়ের ব্যবস্থা করে আসলে কী করতে চেয়েছিলেন? তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সর্ব ক্ষেত্রে ব্যর্থ বিজেপি সরকারের মুখ বাঁচাতে একটা চমক সৃষ্টি করা। সে জন্যই একটা ট্রেন উদ্বোধনকে একেবারে জাতীয় প্রচারের আলোয় আনার চেষ্টা। বন্দে ভারতের মতো ট্রেনে যে উচ্চবিত্তরা চড়বেন তাঁদের মনোরঞ্জন করে দেশের বড় বড় পুঁজিমালিকদের বন্দনাগানই বন্দে ভারতের আসল সুর।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার খড়িবোনায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড আনারুল হক দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৮ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। দীর্ঘদিন প্যারালিসিস ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার নেতা-কর্মী-সমর্থক-দরদিরা তাঁর বাড়িতে ছুটে যান ও শ্রদ্ধা জানান।

১৯৭৪ সালে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় খড়িবোনায় অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে কংগ্রেসের কয়েকজন দুষ্কৃতী বক্তাকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে এবং সভা পণ্ডকরার চেষ্টা করে। সেই সভায় কমরেড আনারুল হক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সাহসের সাথে বেশ কয়েকজন যুবক দুষ্কৃতীদের তাড়া করে তাদের রুখে দেন। এই ঘটনার পর দলের বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়ের সান্নিধ্যে আসেন কমরেড আনারুল এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা তাঁকে আকৃষ্ট করে।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান কমরেড আনারুল হাটে হাটে পানমশলা বিক্রি করে সংসার যাপন করতেন। পরিবারে অত্যন্ত অভাব-অনটন থাকলেও শাসকদলের প্রলোভনে পা দিয়ে তিনি আদর্শচ্যুত হননি। দলকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন ও দলের কাজে সময় দিতেন। খুব অসুস্থ অবস্থাতেও ছেলে বা নাতিকে সঙ্গে নিয়ে দলের মিটিংয়ে যেতেন। এলাকায় কর্মসূচি হবে শুনলে যাওয়ার জন্য ছটফট করতেন। দলের তরুণ কমরেডদের খুবই স্নেহ করতেন কমরেড আনারুল। নেতাদের নিয়মিত ফোন করে দলের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নিতেন। কমরেড আনারুল হকের মৃত্যুতে দল হারাল একজন উন্নত মূল্যবোধের কমরেডকে।

কমরেড আনারুল হক লাল সেলাম

দলের আন্দামান-নিকোবর আইল্যান্ডস প্রিপারেটরি কমিটির সদস্য কমরেড আশুতোষ গায়েন ২৪ ডিসেম্বর সকালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড আশুতোষের মৃত্যুতে দলের আন্দামান-নিকোবর আইল্যান্ড কমিটি এক বিশ্বস্ত সৈনিককে হারাল।

মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে দ্বীপবাসীদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার চর্চা এবং সংগঠন গড়ে তোলার প্রায় প্রথম থেকেই কমরেড আশুতোষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। দরদি, পরোপকারী এই কমরেড দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন'-এর সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং এলাকার বিভিন্ন দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা সমস্ত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তিনি একটি অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সংগঠিত রাজনৈতিক ক্লাসে পরিবারের লোকজনকে যুক্ত করেছিলেন। গত দু'মাস ধরে লিটল আন্দামানে কংগ্রেস-বিজেপির প্রত্যক্ষ উদ্যোগে মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, সাহসের সঙ্গে তার নানা কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছেন। সেই আন্দোলন চলতে চলতেই দল কমরেড আশুতোষ গায়েনকে হারাল।

কমরেড আশুতোষ গায়েন লাল সেলাম

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালনের আহ্বান উদযাপন কমিটির

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার শ্রেষ্ঠ মনীষা, মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী ২৩ জানুয়ারি। তাঁকে ঘিরে জড়িয়ে আছে এ দেশের সাধারণ মানুষের গভীর আবেগ। ২০২২-এ তাঁর

১২৫তম জন্মবার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়েছে কোভিড অতিমারির মধ্যে। ফলে দেশবাসী যে ব্যাপকতায় তাঁর জীবনসংগ্রাম চর্চা করতে চেয়েছিলেন, তা সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই আগামী ২৩ জানুয়ারি তাঁরা গভীর আবেগ নিয়েই দিনটি উদযাপন করবেন।

যে স্বপ্নকে সামনে রেখে নেতাজির সংগ্রাম, সেই স্বপ্ন যে আজও পূরণ হয়নি, নেতাজির পথে দেশ স্বাধীন হলে তার চেহারা যে অন্যরকম হত— এ চিন্তা ধাক্কা দেয় বহু মানুষকে। এ চিন্তার মধ্যে থাকা গভীর সত্যের রূপটি বহু মানুষের কাছে সঠিকভাবে উপলব্ধির স্তরে না থাকলেও এ কথাটুকু তাঁদের সকলেরই জানা যে, নেতাজি একজন পরিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের সাথে যোগাযোগ শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেরই নয়, বর্তমানের রাজনীতির, ইতিহাসেরও।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান হওয়া দূরের কথা, ক্রমে তা বেড়েই চলেছে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ক্রমক্ষয়িষ্ণু। চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে শুধু অর্থবানদের। অর্থনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, অনাহার, ছাঁটাই ও দারিদ্র, দেউলিয়া সমাজব্যবস্থার আঁতুড়ে জন্ম নেওয়া জাত-ধর্মের নামে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি বহু রকম সঙ্কটের আবর্তে জনজীবন মারাত্মক অচলাবস্থার সম্মুখীন। এই সময়ে নেতাজির আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষকে গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা আজও শোষিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

নিঃস্ব অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমত্ব, শৌর্য, সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বিপ্লবী আত্মসম্মানবোধ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম আজও দেশের ছাত্র যুবক সহ সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের কাছেই গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য ও শিক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, “মনুষ্যত্ব অর্জনের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সমস্ত অন্তরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেখানে নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।”

অন্যায়ের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব অর্জনের এই নীতিই তিনি অনুসরণ করেছিলেন তাঁর সমগ্র জীবনে। বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি, বিরাট মাইনের চাকরি, ব্রিটিশ সরকারের উঁচু পদ, গৃহকোণের আয়েশ— সমস্ত প্রলোভন হেলায় উপেক্ষা করে তিনি মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কঠিন দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এই স্বপ্ন তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পরাধীন ভারতের লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক সহ অসংখ্য মানুষের মনে।

নেতাজি স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বাধীন দেশে শিক্ষা হবে ছাত্রসমাজের মনুষ্যত্ব ও চরিত্র গঠনের সোপান। শিক্ষা হবে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত, বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক। তা হবে নতুন সমাজ গড়ার উপযোগী, সচেতন উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিকতাসম্পন্ন নতুন মানুষ গড়ে তোলার সহায়ক। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেকে শিক্ষার আঙিনায় আসতে পারবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই দেশের, যেখানে সুনিশ্চিত হবে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা। নারী মানুষ হিসাবে পাবে পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা। স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বাধীন দেশের, যেখানে দারিদ্র, অনাহার, অবমাননা থেকে মুক্ত হয়ে সকলেই উন্নত ও মর্যাদাময় জীবনযাপন করতে পারবে। প্রত্যেকে তার নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ পাবে। কিন্তু ধর্ম কোনওভাবে রাজনীতির মধ্যে স্থান পাবে না। সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতি নির্মূল হবে, রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সামান্যতম সম্ভাবনারও অবসান হবে। তাঁর সেই স্বপ্ন আজও অধরা রয়ে গেছে শুধু নয়, এই বিপদ ক্রমাগত বাড়ছে।

আজ ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা, ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের আকাশ-বাতাস আজও নিপীড়িত-বঞ্চিত আক্রান্ত ও অত্যাচারিত মানুষের হাহাকার আর নারীর আর্তনাদে ভারাক্রান্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে এ দেশের শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবী ধারাকে আটকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। তারা চেয়েছিল শোষণ-শাসনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটি ব্রিটিশের থেকে নিজেদের হস্তগত করতে। সেজন্যই তারা ছিল এক দিকে ব্রিটিশের সাথে বোঝাপড়া ও আপস-মীমাংসায় বিশ্বাসী, অন্য দিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ধারা তথা নেতাজির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। কারণ, তারা জানত নেতাজি কল্পিত স্বাধীন দেশের মডেল তাদের শোষণ-শাসনের পথে অন্তরায়।

নেতাজিকে যারা ব্রিটিশের থেকেও বিপদজনক শত্রু বলে মনে করত, আপসকামী সেই দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের উত্তরসূরীরাই আজ দেশের শাসনক্ষমতায়। তাদের শাসন-শোষণ এবং জনগণের চরম দুর্দশাকে চিরস্থায়ী করে রাখতে নেতাজির মতো মহান বিপ্লবী এবং এদেশের মহান মানবতাবাদী মনীষীদের জীবন সংগ্রাম এবং শিক্ষা মুছে ফেলতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।

দেশের মধ্যে উন্নয়নের নামে বঞ্চনা, লুঠ ও মিথ্যার যে রাজত্ব চলছে তার অবসান হবে কবে? এ প্রশ্ন আজ দেশের কোটি কোটি মানুষকে অস্থির করে তুলছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সেই শিক্ষা স্মরণীয়, “আমার ছোটবেলায় আমি ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করতাম। পরে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে ব্রিটিশকে তাড়ালেই আমার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। ভারতবর্ষের নতুন সমাজব্যবস্থা চালু করার জন্য আরেকটা বিপ্লব প্রয়োজন হবে।”

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সর্বভারতীয় কমিটি পুরো ২০২১ জুড়ে সারা দেশে তাঁর স্মরণে এবং সেদিনের ইতিহাস অধ্যয়ন, অনুশীলন ও চর্চার উদ্দেশ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তখন অতিমারি চলছিল। স্বভাবতই পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ করে ওঠা যায়নি। তাই ২০২২ সালেই কমিটির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়, ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত এক বছর কর্মসূচি জারি রাখা হবে এবং এই কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান হবে ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি।

সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাভাবিক ভাবেই নেতাজিচর্চা ভিন্ন মাত্রা পাবে। সেই লক্ষ্যেই কমিটি ১ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজির আপসহীন সংগ্রাম, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার স্বপ্ন পরিকল্পনা ও তাঁর চিন্তাধারা তুলে ধরার সাথে সাথে এ দেশের লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের বেদনা নেতাজি যেভাবে বুকে বহন করতেন, তা উপলব্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে কমিটির আবেদন, ২৩ জানুয়ারি নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন, তরুণ প্রজন্মের কাছে নেতাজির সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাশীল করে তুলুন। যেখানে নেতাজির মূর্তি আছে সেখানে তাঁর মূর্তিতে, বাকি সর্বত্র রাস্তার মোড়, বাড়ি সহ সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপন করে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করুন।

আগামী ২৩ জানুয়ারি কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয় এই সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

আসুন, ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা নেতাজির অপূরিত স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

অন্ধ্রপ্রদেশে এআইডিএসও রাজ্য সম্মেলন

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধ, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ রোধ, সবার জন্য শিক্ষা সহ শিক্ষার নানা দাবিতে ১৭-১৮ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও-র অন্ধ্রপ্রদেশ সপ্তম রাজ্য ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তিরুপতিতে। সম্মেলনে ২৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। নালসার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুরলী কারনাম, সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ভি এন আর শেখর এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ, সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক এস গোবিন্দ রাজালু, এআইডিএসও-র রাজ্য নেতা কমরেড আর গঙ্গাধর, কমরেড অজয় কামাথ এবং এ সত্যনারায়ণ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। কমরেড ভি হরিশ কুমার রেড্ডিকে সভাপতি এবং কমরেড ই মহেশকে সম্পাদক করে ৪০ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি হোসিয়ারি শ্রমিকদের

সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে অবিলম্বে হোসিয়ারি শ্রমিকদের রেট বৃদ্ধির দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্টবেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নব মহাকরণে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউনিয়নের উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহকারী সম্পাদক মধুসূদন বেরা প্রমুখ।

অভিযোগ, ২০২০ থেকে ’২২ পর্যন্ত তিন বছরে পাঁচবার রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি বাড়ালেও হোসিয়ারি মালিকরা সেই বর্ধিত রেট কার্যকর করেনি। মন্ত্রী জানুয়ারিতে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ছাত্রী নির্যাতন ও খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি শহরের বালাপাড়া এলাকায় ৩১ ডিসেম্বর দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ৫ দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করে। এর প্রতিবাদে ২ জানুয়ারি এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে কোতোয়ালি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয় ও আইসি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এরপর শহর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল হয়।

নেতৃত্ব দেন এ আই ডি ওয়াই ও-র জেলা সম্পাদক সুজয় লোধ, এ আই ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক শ্যামল দাস। কদমতলা মোড়ের পথসভায় বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এস-এর জেলানেত্রী ঝর্ণা রায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, মদ এবং মাদকের প্রসারেই নারী নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

হাসপাতালে ইন্ডোর চালুর দাবিতে পুরুলিয়ার আড়ষায় পথ অবরোধ

পুরুলিয়া জেলায় আড়ষা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অবিলম্বে আবার ইন্ডোর বিভাগ চালু করার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডাকে ২৭ ডিসেম্বর পথ অবরোধ হয়। আড়ষার তিনটি জায়গা পলপল মোড়, আড়ষা বাজার ও আড়ষা গ্রামীণ রাস্তায় দু'হাজারেরও বেশি মানুষ অবরোধে সামিল হন। আন্দোলনের চাপে জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা লিখিতভাবে জানান যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাবি মেনে কাজ শুরু করা হবে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন অনাদি কুমার ও সাগর আচার্য।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সম্মেলন

ফারাক্কার সম্মেলনে প্রতিনিধিদের একাংশ

ফারাক্কা ঃ তিন শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ফারাক্কা ব্লক পিএমপিএআই-এর উদ্যোগে ২৬ ডিসেম্বর জাফরগঞ্জ নয়নসুখ এলএনএসএম হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের দ্বিতীয় সম্মেলন। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফারাক্কা নুরুল হাসান কলেজের অধ্যাপক কমল মিশ্র।

সম্মেলনে খসড়া প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন দেবাশিস ব্যানার্জী, হাম্মাম সহরদজ, সানোয়ার হোসেন সহ অন্যান্যরা। ডাঃ রবিউল আলম সংগঠনের উদ্দেশ্য, মেডিকেল ক্যাম্প, সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা, গ্রামীণ চিকিৎসকের প্রশাসনিক হয়রানি, নাম নথিভুক্তকরণের সমস্যা, বিজ্ঞানসম্মত সরকারি প্রাইমারি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার কোর্স ট্রেনিং সারা রাজ্যে চালু, সংগঠনের সদস্যপদ নেওয়া, গ্রামীণ চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিভ্রান্তিকর ঘোষণা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুপনগর ব্লক হাসপাতালের বিএমওএইচ ডাঃ তারিফ হোসেন ও ফারাক্কা ব্লক হাসপাতালের বিএমওএইচ ডাঃ মসিউর রহমান গ্রামীণ চিকিৎসকদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে যাতে হাসপাতালের কর্মকাণ্ডে ভাল কিছু করা যায় সেই চেষ্টা করবেন বলে জানান। দেবাশিস ব্যানার্জীকে সভাপতি, হাসিবুর শেখকে সম্পাদক এবং ওবায়দুর রহমানকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

মহিষাদল ঃ গ্রামীণ চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি, ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ও নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে ১৯ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রবীন্দ্র পাঠাগারে প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই)-এর পঞ্চম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মহিষাদল হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কল্যাণ মিদ্যা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, জেলা সম্পাদক রামচন্দ্র সাঁতরা ও জেলা সভাপতি অর্জুন ঘোড়ই। এ ছাড়াও ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের জেলা সম্পাদক ডাঃ জয়দেব ঘড়া প্রমুখ। সম্মেলনে শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার বেশ কয়েকটি কর্মসূচি নেওয়া হয়।

ভুল সংশোধন ঃ গণদাবীর ৩০ ডিসেম্বর (৭৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা) সংখ্যায় 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সুভাষচন্দ্রের আদর্শবিরোধী' লেখাটির দ্বিতীয় পাতায় দ্বিতীয় কলামের শেষ লাইনের পর একটি বাক্যের একটি অংশ কম্পিউটারের গোলযোগে ছাপা হয়নি। পুরো বাক্যটি হল, "নিঃসন্দেহে এই দেশগুলোর সাহায্য নেওয়া তাঁর পক্ষে 'গ্রেট চয়েস' ছিল না।" এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের আন্দোলন

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিদ্যুতের খারাপ মিটার পরিবর্তন, গ্রাহকদের পাওনা টাকা ফেরত, জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০২২ ও স্মার্ট মিটার বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২১ ডিসেম্বর খড়্গপুর ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা-নেতা চণ্ডী হাজরা, অশোক ঘোষ প্রমুখ।

বাঁকুড়া ঃ জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল, গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ, বোরো মরশুমে গ্রামাঞ্চলে লো-ভোল্টেজ বন্ধ, অচল মিটার বদল করে রিডিং-ভিত্তিক মিটার দেওয়া, বাঁশের খুঁটির পরিবর্তে স্থায়ী সিমেন্ট খুঁটিতে বিদ্যুৎ দেওয়া, মনগড়া বিল সংশোধন প্রভৃতি ১১ দফা দাবিতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে ২৭ ডিসেম্বর অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎগ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখান। বাসস্ট্যান্ডের বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ। পরে একটি মিছিল ডিভিশন অফিসের আধিকারিককে স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় তিনি দাবিগুলি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন

কামারপুকুর ঃ জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল-২০২২, গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী স্মার্ট মিটার প্রতিরোধে এবং বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, এলপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটে করার দাবিতে ২৮ ডিসেম্বর হুগলি জেলার কামারপুকুরে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিনশো জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রস্তাবের উপর ১০ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। অ্যাবেকা সভাপতি অনুকূল ভদ্র, রাজ্য সহসভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মণিমোহন ঘোষ, সংগঠক হিমাংশু রায় বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলন থেকে সভাপতি হিসাবে হিমাংশু রায় ও সম্পাদক হিসাবে শুভজিৎ দে সহ ৫৩ জনের শক্তিশালী কামারপুকুর আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। ভয়ঙ্কর স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার গ্রাহকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বালিচক ঃ ২৮ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরে বালিচক গার্লস স্কুলে বিদ্যুৎ-গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী ২০২২ বাতিল, কয়লার দাম কমার কারণে বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, প্রিপেড মিটার বাতিল করা, কৃষকদের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, বাঁশের খুঁটি পরিবর্তন সহ বিভিন্ন দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, রাজ্য নেতৃত্ব চণ্ডী হাজরা, অশোক ঘোষ, প্রধান শিক্ষক সত্যদেব চক্রবর্তী, গোবর্ধন মাইতি, নিতাই চরণ মাকার। সম্মেলন থেকে গোবর্ধন মাইতিকে সভাপতি ও সুকুমার বানুয়াকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

আবাস যোজনা ঃ জেলায় জেলায় বিক্ষোভ অবরোধ

রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জয়পুর, পুরুলিয়া

গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

একের পাতার পর

বহু ব্লকে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখান। প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি বহু জায়গায় বিক্ষোভকারীরা সরকারি দফতর এবং রাস্তা অবরোধ করেন।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক কমরেড অনুরূপা দাস সহ কমরেডস প্রণব মাইতি, প্রদীপ দাস, বিবেক রায়, মানস প্রধান প্রমুখের নেতৃত্বে ২৯ ডিসেম্বর তমলুকে জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বিক্ষুব্ধ মানুষ। তাঁরা নিমতৌড়িতে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক ও তমলুক-ময়না রাস্তার সংযোগস্থল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দেন। এডিএম স্মারকলিপি নেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

২৮ ডিসেম্বর জেলার কোলাঘাটে এস ইউ সি আই (সি) কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ জেলার রায়দিঘিতে ২৭ ডিসেম্বর আবাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে মথুরাপুর-২ বিডিও দফতরে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ হয়। সাতশোরও বেশি মানুষ দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখালে বিডিও দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস গুণসিন্ধু হালদার, রেণুপদ হালদার, বিশ্বনাথ সরদার, উত্তম হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

২৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবায় এসইউসিআই(সি) -র নেতৃত্বে এলাকার আবাস যোজনায় বঞ্চিত মানুষেরা মিছিল করে বিডিও দফতরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরে বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা নেতা কমরেডস চন্দন মাইতি ও বিকাশ শাসমল।

পুরুলিয়া ঃ দলের জয়পুর লোকাল কমিটির নেতৃত্বে আবাস যোজনায় দুর্নীতি বন্ধ, প্রতিটি গরিব মানুষকে এই যোজনায় ঘর দেওয়া, প্রতিটি অঞ্চলে সরকারি ভাবে ধান কেনার দাবিতে ২৮ ডিসেম্বর বিডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সাধারণ মানুষ। জয়পুর আরবিবি হাইস্কুল মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ব্লক দফতরে পৌঁছায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড ভগীরথ মাহাতো।

বান্দোয়ান, পুরুলিয়া

জেলার জঙ্গলমহলে বান্দোয়ান চকবাজারে ২৭ ডিসেম্বর একই দাবিতে পথসভা ও বিক্ষোভ হয়। দলের নেতৃত্বে বঞ্চিত মানুষেরা মিছিল করে বিডিও দফতরে স্মারকলিপি পেশ করে।

বাঁকুড়া ঃ ৩০ ডিসেম্বর জেলার শালতোড়ায় দলের পক্ষ থেকে ন্যায্য প্রাপকদের জন্য বাড়ি, আশা, আইসিডিএস কর্মীদের উপর আক্রমণ বন্ধ সহ ৫ দফা দাবিতে এলাকার মানুষ ব্লক দফতরে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ, ব্লক নেত্রী জাপানী পরামানিক প্রমুখ।

ব্লক জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। দাবিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা ও কার্যকর করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজে নামানোর প্রতিবাদে

তীব্র বিক্ষোভ আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্লাস নিয়ে শাসকদলের চূড়ান্ত দুর্নীতি এবং বেনিয়ম জনসমক্ষে বেরিয়ে এসেছে। আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপর এই যোজনার সার্ভের কাজ একরকম জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। আবাস যোজনার ঘর পাওয়া, না পাওয়া নিয়ে অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও চরম দুর্নীতি আছে। যাদের ঘর পাওয়ার কথা তারা ঘর পায়নি, অথচ যাদের বাড়ি গাড়ি আছে তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং স্বজনপোষণ করে নিজেদের নামে ঘর নিয়েছে। এই কাজের সমীক্ষা যে প্রক্রিয়াতে হওয়া উচিত ছিল সেটা পরিকল্পিতভাবে এড়িয়ে গিয়ে সরকার নিজেদের দুর্নীতি আড়াল করতে ও পিঠ বাঁচাতে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সামনে ঠেলে দিয়েছে। পরিণামে এলাকায় গিয়ে এই কর্মীদের জনরোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। জেলায় জেলায় এই কর্মীরা শাসকদলের লোকজনদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের আটকে রাখা হচ্ছে, জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাঁরা পারিবারিক ক্ষতির মুখেও পড়ছেন।

মালদায় ২৭ ডিসেম্বর আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

স্কিম ওয়ার্কার ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেলপার্স ইউনিয়ন শুরু থেকেই আলাদা আলাদাভাবে প্রতিবাদে পথে নেমেছে। প্রতিটা জেলার ব্লকে ব্লকে হাজার হাজার কর্মী সমস্ত ভয় ভীতি হুমকি উপেক্ষা করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বিক্ষোভ প্রদর্শন, আধিকারিকদের ডেপুটেশন দেওয়া, ঘেরাও, ইত্যাদি চলছে। সরকারি কোনও স্তরের আধিকারিক এই নির্দেশের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে পারছেন না। তাঁরা উপরতলার নির্দেশের অজুহাত দেখাচ্ছেন। বহু জায়গায় আধিকারিকরা কর্মীদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস ইস্যু করছেন। কিন্তু কোনও প্রকার ভয়ভীতিতে দমে না গিয়ে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সেই সমস্ত শো-কজ নোটিসের উত্তর দিচ্ছেন। দাবি তুলছেন আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দিয়ে তাঁদের নিজেদের দপ্তর বহির্ভূত কোনও কাজ করানো চলবে না, আবাস যোজনা প্লাসের সার্ভে করানো চলবে না ও ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সারা রাজ্যে স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলনে সরকারকে এবং জেলায় জেলায় আধিকারিকদের পিছু হটতে হয়েছে।

শুরুতেই সংগঠনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কোনও ভাবেই এই কাজ এই কর্মীদের দিয়ে করানো চলবে না। বহু বাধা-বিপত্তি, হুমকি উপেক্ষা করেও কর্মীরা ১৫-১৬টি জেলাতে এই কাজ শুরুতেই বয়কট করেছেন। আন্দোলন এখনও চলছে। চূড়ান্ত দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

এআইইউটিইউসি-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলনে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র করার শপথ

১০ ডিসেম্বর মোরাদাবাদের পঞ্চায়েত ভবনে এআইইউটিইউসি-র তৃতীয় উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেডস হীরালাল গুপ্তা, ইসলাম আলি এবং ধর্ম দেবের সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে অন্য ইউনিয়নগুলির সাথে এআইইউটিইউসি-র পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেন, উচ্চ সর্বহারা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাতে চালাতে এখানে শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা হয়। সংগঠনের সভাপতি কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, শ্রমিকরা বর্তমানের নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে যত সক্ষম হবেন, ততই বিপ্লবী শ্রমিক ফ্রন্ট এআইইউটিইউসি-কে শক্তিশালী করতে পারবে।

কানপুর, এলাহাবাদ, জৌনপুর, মথুরা, সম্বল, লক্ষ্ণৌ, প্রতাপগড়, মোরাদাবাদ সহ নানা জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন সম্মেলনে। কমরেড বিজয় পাল সিংকে সভাপতি ও কমরেড বলেন্দ্র কাটিয়ারকে সম্পাদক করে ২৭ জনের কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়।

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আদিবাসী উন্নয়ন পৌঁছেছে

পিঁপড়ের ডিম থেকে ফেনা ভাতে

১৫ নভেম্বর মহা আড়ম্বরে পালিত হল বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন। মুণ্ডা বিদ্রোহ 'উলগুলান'-এর অবিসংবাদিত নেতা বিরসা মুণ্ডা সম্পর্কে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের কথা আমরা অনেকেই জানি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পালন করেছে বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা মতো ওই দিনটিকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালিত হয়েছে ১৫ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর। এ রাজ্যেও সরকারি অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজে ছুটি পালিত হল রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে।

কয়েক মাস আগে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন আদিবাসী সমাজের মানুষ দ্রৌপদী মুর্মু। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দল ও তার পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি এমন প্রচার চালিয়েছে যেন এর ফলে আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের বিপুল উন্নয়ন হবে। বছরভর দেশের শাসক-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী ভিড় করেন আদিবাসী গ্রামগুলোতে। কে নেই সেই ভিড়ে—দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবাইকেই দেখা যায়। আসলে ভোট বড় বালাই। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এ খবর ঢালাও করে প্রচার করে। এত বিপুল প্রচার সত্ত্বেও খবরের চোরাগলি পেরিয়ে যেটুকু সত্য আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে সামনে আসে তা সভ্য সমাজের যে কোনও মানুষকে লজ্জা দেবে।

জল, জমি, বন, পাহাড়, পশু, পাখি এ সব জিনিস আদিবাসীদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সাথে হাজার হাজার বছর ধরে জড়িয়ে। আর ঠিক এই কারণেই এই সম্পদগুলি রক্ষা করা আদিবাসীরা তাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে। ২০০৬ সালের আগে পর্যন্ত বনাঞ্চলে আদিবাসী মানুষের বসবাস আমাদের দেশে বেআইনি বলে বিবেচিত হত। আদিবাসীদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে ২০০৬ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকার একরকম বাধ্য হয় দি সিডিউলড ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডুয়েলার্স (রেকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইটস)-২০০৬ আইন পাশ করতে। এই আইনে বলা হয় বংশ পরম্পরায় বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় বনভূমির পাট্টা পাবেন ও সমষ্টিগতভাবে বনজ সম্পদ ব্যবহার ও সুরক্ষার অধিকার পাবেন। বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও কোনও রাজ্য সরকার অল্পবিস্তর এই আইন কার্যকর করার চেষ্টা করলেও, অধিকাংশ রাজ্য নানা অছিলায় এই আইন কার্যকর করেনি। আমাদের রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার আসার পর শিল্পায়ন ও নগরায়নের নামে নানা অজুহাতে রেকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইটস-২০০৬ আইনকে নখদন্তহীন করার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এরই ফলস্বরূপ তারা কয়লা শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য জনমত গ্রহণের রীতিটি তুলে দিয়েছে শুধু তাই নয়, এমন প্রকল্পের বিরোধিতা করলে ধার্য হয়েছে এক লক্ষ টাকা জরিমানা। দূষণ ঘটায় এমন শিল্প তালুকের উপর যেটুকু নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। বনাঞ্চলে খনন ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের নামে শুরু করেছে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধন। কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল বোর্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফ-এর ক্ষমতা। শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক নীতির কারণে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আদিবাসী মানুষের উপর বনদপ্তর ও পুলিশের অত্যাচার। আর এরই পরিণতিতে আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়েছে উগ্রবাদী নানা শক্তি।

বনাধিকার আইন-২০০৬কে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি মারফত ফরেস্ট কনজারভেশন রুল-২০২২ জারি করেছে। বনাধিকার আইন ২০০৬-এ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, দেশের আদিবাসীদের উপর 'ঐতিহাসিক অন্যায়' করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী জঙ্গলের জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার আগে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত এবং সম্মতি নিতে হত সরকারকে। কিন্তু ২০২২ এর নতুন নিয়মে এসবের আর প্রয়োজন নেই। প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই অনুমোদন দিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বেসরকারি মালিকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার পর জঙ্গলের অধিবাসীদের সম্মতি নেওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে।

প্রত্যেকটি জাতির একটি নিজস্ব ভাষা আছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন জনজাতির—সাঁওতাল, কোল, হো, ওঁরাও, মুণ্ডাদের ভাষা আলাদা ও সংস্কৃতি আলাদা। ভাষার নামও আলাদা আলাদা। যেমন সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডাদের ভাষা মুণ্ডারি ইত্যাদি। সুদীর্ঘকাল ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষার সরকারি স্বীকৃতি ও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন করে আসছে। বিরসা মুণ্ডাকে নিয়ে বিরাট হৈচৈ চলছে। অথচ তিনি যে জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত, সেই মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা মুণ্ডারিকে আজও কেন্দ্রীয় সরকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়নি। ২০০৩ সালে আদিবাসী জনজাতির বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একমাত্র সাঁওতালি ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১১ সালে সাঁওতালি ভাষাকে আমাদের রাজ্যে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এরপরও সাঁওতালি ভাষা শিক্ষার উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে সরকারি উদাসীনতা লক্ষণীয়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে বিস্তর। স্কুলছুটের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে— মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার রক্ষায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ লড়াই করে চলছে। একদিকে দেশের সরকার ও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী, অন্যদিকে সাধারণ আদিবাসী সম্প্রদায়। শিল্পায়নের নামে, উন্নয়নের নামে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেটের হাতে। বাস্তুহারা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী পরিবার। ঝাড়খণ্ডে আদানি গোষ্ঠীর হাতে বনাঞ্চল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে আদিবাসী মানুষজন আন্দোলনে নামলে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে তা দমন করা হয়েছে। এ রাজ্যের বীরভূম জেলার ডেউচা-পাঁচামিতে কয়লা খনির নামে বাস্তুহারা হতে চলেছে অসংখ্য আদিবাসী পরিবার। ওড়িশা, আসাম, ছত্তিশগড়েও একই অবস্থা।

বেশ কয়েকবছর আগের কথা। ২০০৪ সাল। আমাদের রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় তখন বামফ্রন্ট সরকার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আমলাশোল গ্রাম তখন খবরের শিরোনামে। শবর-মুণ্ডা অধ্যুষিত এই গ্রামে প্রবল অনাহারে-অপুষ্টিতে মারা যায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাঁচ জন মানুষ। খবরে উঠে আসে কুরকুটের (এক ধরনের পিঁপড়ের ডিম) কথা, যা খেয়ে থাকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। সেদিনকার সরকার অনাহারে মৃত্যুর খবর স্বীকার করতে রাজি হয়নি। অবশ্য কোনওকালে কোনও শাসকই অনাহারে মৃত্যু মেনে নিতে চায় না। এরপর অনেক বছর পার হয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আদিবাসী উন্নয়নে বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে নানা প্রকল্প। এতে কিছু পরিবর্তন যে হয়নি এমন নয়, তবে ফাঁক আছে বিস্তর। আবারও অভিযোগ উঠেছে, অনাহারে মৃত্যুর। কিন্তু মানতে চাইছে না সরকার। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য

আটের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

অন্য বড়দিন

সত্যিই অন্য এক ২৫ ডিসেম্বর কাটালাম এ বছর। কেক খাওয়া, ফিস্ট করা, গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, সবই হল। তবে এক অন্য স্বাদে। এমন এক 'বড়দিন' জীবনে কাটাব, ভাবিনি কখনও।

শুরুটা বছর পাঁচেক আগে। সবে পুরুলিয়া থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এলাকার বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। খবর পেলাম বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় ৫০ মিটারের মধ্যে দুটি মদের দোকান সরকারি অনুমোদন পেয়েছে। মদের নেশা সর্বনাশা। ক্ষুব্ধ ও আশঙ্কিত এলাকার মানুষ রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। যুক্ত হলাম আন্দোলনে। গড়ে উঠল মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি। মিটিং, মিছিল, ডেপুটেশন, কেস-কাছারি, দীর্ঘ লড়াই শেষে জয়ের হাসি। দুটি মদের দোকানই অচিরে বন্ধ হল। বছর তিনেক আগে। তবুও মানুষজন আতঙ্কিত। হয়ত এলাকায় আবার এমনই দোকান গড়ে উঠবে। সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হবে। মহিলারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে না। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা থাকবে না। যুবকরা বিপথগামী হবে। এলাকার গরিব মানুষেরা আরও আতঙ্কিত হলেন, বাড়ির লোকেরা সব শেষ করে ফেলবে মদ খেয়ে।

আশঙ্কা সত্যি করে গত নভেম্বরে প্রশাসন একটি মদের দোকান আবার খুলে দিল। শুরু হল প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। মাসাধিক কাল প্রতিদিনই প্রশাসনিক দপ্তরে দাবিপত্র পেশ, গণস্বাক্ষর, মিটিং, মিছিল অবরোধ হতে থাকল। চলল লাগাতার মদবিরোধী পিকেটিং। প্রশাসনের চোখরাঙানি আর জনগণের আতঙ্ক-আবেদন আমাদের দৃঢ়বদ্ধ করল প্রতিবাদে প্রতিরোধে জোটবদ্ধ হয়ে থাকতে। শুরু থেকেই বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব, যারা এই পচাগলা সমাজেও মাথা উঁচু করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখেছে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াইয়ে সামিল হল।

পিকেটিং চলতে চলতে সেদিন কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা, আমার ছাত্র, প্রস্তাব দিল ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর দিনভর মদবিরোধী পিকেটিং চলবে। সবাই রাজি হল। নতুন অভিমুখে, নতুন শক্তিতে শুরু হল আন্দোলন।

হতভাগ্য এই দেশ। এক দিকে ধনী-দরিদ্রের চূড়ান্ত বৈষম্য, অন্য দিকে সেই বৈষম্য আড়াল করতে শাসক শ্রেণি জনসাধারণকে অবুঝ করে রাখতে চায়। চায় ছাত্র-যুবসমাজ অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসুক, মানুষ মদে বুঁদ হয়ে সাময়িক উত্তেজনায় দারিদ্রের জ্বালা ভুলে থাকুক। এই সব ধরনের মানুষের সাথেই আমাদের সারাদিনের কথাবার্তা চলল। কখনও আবেদন-নিবেদন, কখনও বচসা, কথা-কাটাকাটি। কর্তব্যে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। ঠিক করেছিলাম কিছুতেই হাল ছাড়ব না। এরই মধ্যে কথা উঠল ২৫ ডিসেম্বরের কেক খেতে হবে। এক বন্ধু উৎসাহে কিনে আনলেন কেক। সবাই মিলে চাঁদা তুলে খাওয়া-দাওয়াও হল। হয়তো অন্যদের মতো আউটিংয়ে যেতে পারলাম না বা মাইকে গান বাজিয়ে বনভোজনের স্বাদ নিতে পারলাম না। কিন্তু এই সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সবাই মিলে রুখে দাঁড়িয়ে এক অনন্য ২৫ ডিসেম্বর কাটালাম। এই দু'দিন আমিনুল, সূর্যদা, নজরুলদা, তরুণদা, অসীমাদি, হারুন ভাই, মাসিমা, প্রতাপদা, সঞ্জিত স্যার, নুরজামান, ইয়াসিন, মেহেবুব, কালীদা, ইয়াকুব, জিয়াবুল, জব্বর হোসেন, কুতুব, মাসুদ, রিয়াজুল, প্রতিমা, সতীশদা, বলাইদা, পার্থ আরও অনেকে— সর্বোপরি শক্তিবাবু, কাউন্সিলর, সঞ্জয়দা, নিতাইবাবু, মোহাম্মদদা, নুরুলবাবু, প্রণবদা, মোহন— এঁদের সহযোগিতায় অন্য এক ২৫ ডিসেম্বর প্রত্যক্ষ করলাম।

লোকে বলে, 'সমাজ পচে গেছে। আমি একা কী আর করতে পারি?' কিন্তু না। প্রমাণ হল, এই পচাগলা সমাজকে নতুন রূপে গড়তে গেলে মানুষকে পাশে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। তা হলে সাধারণ মানুষও অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শম্ভু মান্না

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

দর্শন বলতে কী বুঝি ?

(৪)

ভাববাদী দর্শনের গোড়ার কথা হল, মানুষ যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অংশ বিশেষ, সেই বস্তুজগত অন্তিম সত্য (অ্যাবসলিউট ট্রুথ নয়। সেই বস্তুজগতের বাইরে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে 'সত্য' অন্য কোথাও বিরাজমান। এই দুনিয়াটা আসলে সেই 'সত্য' সেই পরম সত্যেরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। বস্তু বা বস্তুজগত কোনওটাই প্রকৃত সত্য নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে (ইতিহাসের পর্যায়ভেদে এবং দার্শনিক বিশেষে) ব্রহ্ম বা শক্তি বা চেতনা বা এই ধরনের যে কোনও একটা কিছু। এই পরম সত্যটাই কেবলমাত্র স্বয়ম্ভু সত্তা— বাদবাকি সব মায়া, এই পরম সত্যেরই প্রতিফলন মাত্র। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বিশ্ব দুনিয়াটা আসলে আর কিছুই নয়, এটা আসলে একটা অখণ্ড চেতনা বা একটা চরম শক্তি বা একটা নিয়মশৃঙ্খলা পদ্ধতির বাইরের খোলসটুকু মাত্র। কাজেই এদিক থেকে দেখতে গেলে, আমরা যাকে বিজ্ঞান বা বস্তু সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান বলি আসলে সে জ্ঞানটাও প্রকৃত জ্ঞান নয়। যেহেতু বিজ্ঞানের কাজ-কারবার আমাদের এই বস্তুজগতের যাবতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে— যে বস্তুজগত খোদ নিজেই অন্য একটা 'পরম সত্য'র অভিব্যক্তি মাত্র। মনে রাখা দরকার ভাববাদী দর্শন একদিনেই বা কোনও বিশেষ একজন মাত্র দার্শনিকের হাতেই এই পরিণতি লাভ করেনি। কয়েক হাজার বছর ধরে, একদিকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অভিজাত সুবিধাভোগীদের একাধিপত্য, তাদের শ্রেণিগত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা, প্রচলিত সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোকে বজায় রাখার উপযুক্ত সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি-বিধিনিষেধকে 'অলঙঘণীয়', 'অপরিবর্তনশীল' বলে তুলে ধরা এবং অন্য দিকে বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন, বাস্তব জগতের দৈনন্দিন কাজকারবারের সঙ্গে সম্পর্কহীন জ্ঞানচর্চার ফলেই ভাববাদী দর্শন এই পরিণতিতে পৌঁছেছে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এসে এই ভাববাদী দর্শন এক নতুন রূপ নিতে শুরু করল। এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে দর্শন পরিচালিত হয়নি, বরঞ্চ বিজ্ঞানবিমুখীতাই ছিল ভাববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য। যদিও কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের চিন্তাজগতকে বারবার ধাক্কা মেরে গেছে এবং চিন্তাধারার কিছু কিছু পরিবর্তনও এনেছে, তবুও মূলত দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে 'বিচ্ছিন্ন', 'যন্ত্র সম্পর্কিত' 'কারিগরি জ্ঞান' হিসাবেই গ্রহণ করার ঝোঁকটা ছিল বেশি। আজকের মতো বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সমস্ত আবিষ্কৃত তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নির্হিত যোগসূত্র খুঁজে বের করে দুনিয়াকে দেখবার চেষ্টা হয়নি।

কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতকে এসে যখন হাজার বছরের প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে নব্যবণিক সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন প্রচলিত ভাববাদী দর্শন এবং তার আনুসঙ্গিক যুক্তিবোধ ও নীতিবোধের বিরুদ্ধে সব চাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে সে পেল বিজ্ঞানের বিভিন্ন নতুন নতুন শাখার নতুন নতুন আবিষ্কৃত নিয়ম এবং তত্ত্বকে। মধ্যযুগে সামাজিক ক্ষেত্রে সম্রাট নামক ব্যক্তি বিশেষ বা অভিজাত গোষ্ঠী বিশেষের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী আধিপত্যের সমর্থনে প্রচলিত ভাববাদী দর্শন ঈশ্বর বা 'অন্তিম শক্তির' অবিসংবাদী আধিপত্যকেই শেষ কথা বলে মেনে নিয়েছিল এবং এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সে-দিন রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে এখন শিল্পভিত্তিক বণিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সমর্থনে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বা নিয়মের ভিত্তিতে এক নতুন ধারায় ভাববাদী দর্শন প্রবাহিত হতে শুরু করল।

বিজ্ঞানের কিছুটা অগ্রগতি হওয়ার ফলে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার গতি-প্রকৃতি আগের চাইতে বেশি বোঝা সম্ভব হল। বিভিন্ন বৈজ্ঞনিক আবিষ্কারের ফলে দুনিয়া সম্পর্কে হাজার বছরের প্রচলিত আজগুবি কাহিনি এবং ধর্মীয় উপকথা অবাস্তব বলে প্রমাণিত হতে লাগল। এতদিন যে মধ্যযুগীয় ধারণা মানুষের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল ছিল যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই এক পরম শক্তিমান অপার্থিব শক্তির ইচ্ছাধীন। হাজার বছরের প্রচলিত এই ধারণার ভিত্তিতে ফাটল দেখা দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার পরিবর্তে কোনও সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সে দিন গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ কী?

তার কারণ সেদিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যতটুকু বিকাশ ঘটেছে তার সমন্বয় সাধন করে দুনিয়া সম্পর্কে কোনও সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না। যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতি, ক্রমবর্ধমান ভৌগোলিক জ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে দেশে দেশে জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি ও এই সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের ফলে মানুষের নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে এতদিনকার ধারণা পাল্টে গেল। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার ফলে প্রকৃতির অধীনে থাকতে হত বলে মানুষ নিজেকে এই দুনিয়ার অন্যান্য জড় ও সচেতন পদার্থের মতোই সেই সর্বশক্তিমান অপার্থিব শক্তির ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না, এমন কি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ভাববার সময়েও সেই পরম শক্তিমান স্বয়ম্ভু সত্তারই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না।

যন্ত্র বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, ভৌগোলিক জ্ঞান ইত্যাদির সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের হাতে প্রকৃতিকে জয় করার, প্রকৃতির উপর তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার এক নতুন রাস্তা খুলে দিল। মানুষ নিজের শক্তি এবং নিজের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে লাগল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির ফলে সর্বশক্তিমান সেই স্বয়ম্ভুসত্তার ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত হল। এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি বা বস্তুকে মনে করা হত ওই অপার্থিব চরম শক্তির অধীন, দেখা গেল সে সমস্তগুলিই কোনও না কোনও বিশেষ নিয়মের অধীন।

এই অবস্থায় এসে সেদিনকার দার্শনিকেরা অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেন এবং প্রচলিত ভাববাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নিজেদের বস্তুবাদী বলে জাহির করলেন। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয় সাধনের পথে দুনিয়া সম্পর্কে সঠিক সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, ফলে তাদের চিন্তাধারা অন্য এক পথে প্রবাহিত হল। এতদিন এক অপার্থিব শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে নিজেকে তুচ্ছাতিচ্ছু করে রাখার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এখন দার্শনিকরা মানুষকে এই দুনিয়ার তুচ্ছ নগণ্য বস্তুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চাইলেন। যেহেতু দৈহিক দিক থেকে সেটা সম্ভব হল না— কারণ সেখানেও তাঁরা যান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলার অবিংসবাদী আধিপত্য দেখলেন, সেই হেতু 'মন' বা 'চিন্তা'বা 'ভাব' (আইডিয়া)-কেই দৈহিক জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে নিয়ে বসালেন সদ্য মৃত ঈশ্বরের পরিত্যক্ত সিংহাসনে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন চর্চার ইতিহাসে দেখা যাবে এই যুগে সর্বাধিক সংখ্যক পরস্পর বিরোধী দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম হয়েছে, চিন্তা জগতে একটা বিরাট হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই যুগেই ভাববাদী এবং বস্তুবাদী এই দুই পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার সংঘর্ষ অন্তিম পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। এই যুগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে একটার পর একটা দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ। সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশে দেশে ধনিক শ্রেণির অভ্যুত্থান, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের ক্ষমতা খর্ব করে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা, হাজার বছরের প্রচলিত 'ধর্মে'র অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে মানবতাবাদের বিজয় অভিযান, পৌরাণিক গল্প-গাথা আর ধর্মীয় উপকথার ভিত্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করার বদলে বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বগুলির সাহায্যে জগতকে জানবার ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খা— এই সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের একযোগে প্রতিফলন ঘটেছে দার্শনিক চিন্তা জগতে। আবার এই একই যুগেরই দ্বিতীয়ার্ধে দেশে দেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সদ্যজাত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-ধারণা ও আদর্শের অভ্যুত্থান, ডারউইন-ফ্রয়েড-মর্গান-মেন্ডেল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কার— এই সব কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে দার্শনিক চিন্তাজগতে। কোনও বিশেষ একজন দার্শনিকের বিশেষ দার্শনিক চিন্তার মধ্যে খুঁজলে দার্শনিক চিন্তাধারার এই বিকাশের ইতিহাস বের করা যাবে না। কিন্তু এ যুগের সমস্ত দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস সামগ্রিকভাবে চোখের সামনে তুলে ধরলে দেখা যাবে যে, এ যুগের প্রথম দিকের কায়েমি স্বার্থের সমর্থক দর্শনের বিরুদ্ধে যে প্রগতিশীল, বিরোধী-শ্রেণিদর্শন জন্ম নিয়েছে সেই একই যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে এসে পুর্ববতী অধ্যায়ের প্রগতিশীল দর্শনচিন্তা কায়েমি স্বার্থের সমর্থক দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। যেহেতু দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিয়ে কোনও যুগকে ধরা সম্ভব নয়, সেই হেতু নাম ধরে ধরে দার্শনিকদের ইনি এই দর্শনের সমর্থক, উনি ওই দর্শনের সমর্থক এভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব নয়। নির্ভেজাল ভাববাদী বা একান্তই বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি খুঁজতে যাওয়া এ ক্ষেত্রে মূর্খতা মাত্র। মোটামুটিভাবে দার্শনিক চিন্তাধারা ভাববাদী এবং বস্তুবাদী— এই দুই ধারায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেও এ পর্যন্ত কোনও দার্শনিকই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের সমন্বয় সাধনের পথে জগত সম্পর্কে কোনও সঠিক, সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে কি ভাববাদী, কি বস্তুবাদী, হয় 'ঈশ্বর', না হয় 'বস্তু নিরপেক্ষ ভাব', না হয় 'যান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলা' পদ্ধতি, না হলে 'স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ শাশ্বত সনাতন নীতি ও আদর্শ'— এ রকম কিছু একটাকে পরম বা চরম সত্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং এঁদের এই যে কোনও একটা বিষয় বা বস্তুকে স্থায়ী বা নিত্য হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে কায়েমি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার স্বার্থই কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে সমর্থিত হয়েছে।

ভাববাদ ও বস্তুবাদের এই সংঘর্ষ শেষ সীমায় এসে পৌঁছল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এক দিকে দেশে দেশে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত আন্দোলন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দ্রুততর অগ্রগতি, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ভাবনা ধারণা ও আদর্শের ব্যাপক প্রসার, সমস্ত রকম কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে শোষিত জনসাধারণের অভূত্থান— এই সমস্ত সামাজিক আন্দোলন দর্শনের অন্তর্বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলল এবং প্রচলিত সর্বপ্রকার ভাবনা ধারণা রীতিনীতি ও আদর্শের পরিবর্তে এক নতুন ভাবনা-ধারণা ও নীতিবোধ গড়ে তুলল।

এই নতুন রীতিনীতি ও আদর্শের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সমন্বয়ের পথে 'বস্তু' ও 'ভাব'-এর যথাযোগ্য মূল্যায়ন ও সম্পর্ক স্থাপন করে দার্শনিক কার্লমার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এক বিপ্লবী দার্শনিক চিন্তাধারাকে জগত সমক্ষে উপস্থিত করলেন। দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে 'ভাববাদ' ও 'বস্তুবাদ'-এর এত দিনকার বিরোধ পরিণতি লাভ করল দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনে। এই প্রথম এমন 'দর্শন' এল যা কেবলমাত্র দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার কাজ করেই আর সন্তুষ্ট থাকতে চাইল না। এই প্রথম দুনিয়াকে পরিবর্তন করার কাজেও দর্শনকে লাগানো হল। কারণ এই প্রথম মানুষ বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে জগত সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে একটা সঠিক সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ পেল।

দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষ বিশেষ সত্যগুলির মধ্য থেকে জগত সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত সাধারণ সত্য আবিষ্কার করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়েছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে পৃথক এবং উন্নত শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে, বিজ্ঞানের সর্বব্যাপক উন্নতির ভিত্তিতেই এই দর্শনের জন্ম, উপরন্তু এই দর্শনই একমাত্র দার্শনিক চিন্তাধারা যা কেবলমাত্র কাগুজে আলোচনা এবং নিছক যুক্তিতর্ক পদ্ধতির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেনি বরং সারা দুনিয়াকে শোষিত সর্বহারা শ্রেণির মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে সমস্ত শাসন শোষণ অত্যাচারের কায়েমি আসন উপড়ে ফেলে দিয়ে শোষণহীন শ্রেণিহীন স্বাধীন মানুষের সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার অমোঘ অস্ত্র।

(এই নিবন্ধটি ১৯৬২ সালে গণদাবী ১৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা থেকে ৯ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনঃপ্রকাশ করা হল। এ বার শেষ অংশ)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নেতাজির চরম বিরোধীরা আজ তাঁর পরম ভক্ত সাজছে

একের পাতার পর

নেতাজি-কন্যা অনিতা বসু পাফ বলেন, নেতাজি চেয়েছিলেন ভারত থেকে অশিক্ষা, শ্রমিক-কৃষকের শোষণ, ধর্মে-বর্ণে ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে। পুরুষশাসিত সমাজে গরিব মানুষ ও নারীর উপর নিপীড়ন, জাতপাত-বর্ণের বিভেদ এবং শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে নেতাজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করে অধ্যাপক বসু পাফ বলেন, সমাজ পরিবর্তনে ছাত্র ও যুব সমাজকে নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন নেতাজি। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসকে নেতাজি কোনও দিন ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উপরে স্থান দেননি।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী

ওয়েবিনারের অন্যতম বক্তা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী বলেন, নেতাজি সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও শক্তিগুলিকে ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুস্পষ্ট দুটি ধারার কথা উল্লেখ করে আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতীক হিসাবে নেতাজির অনন্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন ডঃ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে যারা সমস্ত দিক থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চরম বিরোধিতা করেছে, তাদের অনুগামীরাই আজ নেতাজির নাম ব্যবহার করে নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। ডঃ ব্যানার্জী বলেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়। রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্ম বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখার কথা বলেছেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ও ব্যক্তি-জীবনে তিনি এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতির চর্চা করে গেছেন। ডঃ ব্যানার্জী দেখান, সংগ্রামের পথে নেতাজি হিন্দু ধর্মভিত্তিক পুরনো চিন্তার থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছিলেন। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি উত্তরণের পথে এগিয়েছেন ক্রমাগত। নেতাজির মতো বড় চরিত্রের মানুষেরও শ্রদ্ধা, ভালবাসা আকর্ষণ করার মতো চরিত্র হিসাবে তাঁর স্ত্রী এমিলি শেঙ্কলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ডঃ ব্যানার্জী। সামাজিক আন্দোলনে দেশের ছাত্র-যুবদের এগিয়ে আসার জন্য নেতাজির আহ্বানকে তুলে ধরেন ডঃ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, নেতাজি স্মরণের প্রকৃত তাৎপর্য রয়েছে তাঁর চিন্তা এবং জীবন-সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতের বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করার মধ্যেই। দেশের সর্বত্র যে সব অন্যায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, উপযুক্ত আদর্শ ও উন্নত নৈতিকতা, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হল নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও নিজে বড় মানুষ হয়ে ওঠার যথার্থ পথ। আজকের দিনে মানুষের শোষণমুক্তির জন্য সঠিক আদর্শ খোঁজা ও তার চর্চার উপর জোর দেন তিনি। ডঃ ব্যানার্জী বলেন, নেতাজির এই মহান সংগ্রামের উৎস ছিল দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা। তিনি বর্তমান ছাত্র-যুবকদের কাছে নেতাজির জীবনের এই শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

সভা পরিচালনা করেন আয়োজক কমিটির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি বিশ্বাবসু দাস।

আদিবাসী উন্নয়ন

ছয়ের পাতার পর

সেনের প্রতীচী ইনস্টিটিউট ও এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালিত 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের বিশ্বে তদন্ত' শীর্ষক এক গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, আদিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্যের অভাব রয়েছে।

গত ১৫ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম সফরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আলাপচারিতা করেছিলেন একটি আদিবাসী পরিবারের সাথে মুখ্যমন্ত্রী একজন আদিবাসী মহিলাকে অন্য অনেক কথার সাথে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর বাড়িতে কী রান্না হয়েছে। উত্তরে ওই মহিলা জানান, 'লাউ আর ফেনা ভাত'। অসংখ্য প্রকল্পের ভিড়ে এটাই আসলে আদিবাসী উন্নয়নের চিত্র। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আদিবাসী মানুষজনের পাতে এর থেকে ভালো কিছু জোটে না। সারা দেশেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থা মোটামুটি এইরকমই। কালাহাণ্ডি বা আমলাশোলের মতো ঘটনা হয়ত প্রতিদিন ঘটছে না। তবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর কেটে যাওয়ার পর আদিবাসী উন্নয়ন পৌঁছেছে পিঁপড়ের ডিম থেকে লাউ আর ফেনা ভাতে।

পাঞ্জাবে শহিদ উধম সিং জন্মদিবস পালন

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারী জেনারেল ডায়ার-কে ওই ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ ইংল্যান্ডে গিয়ে হত্যা করেছিলেন বিপ্লবী উধম সিং।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার এই বিপ্লবীর ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এআইডিএসও-র পাঞ্জাব ইউনিটের পক্ষ থেকে 'পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের' পাটিয়ালা ক্যাম্পাসে ২৩ ডিসেম্বর শহিদ উধম সিংয়ের জীবনসংগ্রামের নানা ছবি সংবলিত প্রদর্শনী ও একটি বুকস্টলের আয়োজন করা হয়। উধম সিংয়ের ছবিতে সংগঠনের পাঞ্জাব ইউনিটের আহ্বায়ক কমরেড শিবাশীষ প্রহরাজের মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। ছাত্রছাত্রীরা সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে রাখা দাবি-ব্যানারে স্বাক্ষর দেন। এই স্বাক্ষর সহ পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত স্বাক্ষর নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাবের রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ঝাড়খণ্ড জুড়ে এআইডিএসও প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ও সকলের জন্য গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার দাবিতে এবং শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ২৮ ডিসেম্বর দেশ জুড়ে উদযাপিত হল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা দিবস।

অন্যান্য রাজ্যের মতো ঝাড়খণ্ডেও পূর্ব সিংভূম, পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেলা-খরসাওয়াঁ, রাঁচি, বোকারো, গিরিডি, জামতাড়া সহ বিভিন্ন জেলায় প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী দিনটি উদযাপন করেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন জেলার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলায় ছাত্র-যুবদের ভূমিকা' বিষয়ে একটি অনলাইন আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সমর মাহাতো ও রাজ্য সম্পাদক সোহন মাহাতো। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য সহসভাপতি জীবন কুমার যাদব।

পূর্ব সিংভূম ঃ এ দিন সাকচিতে জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে জেলাশাসক দফতরে পৌঁছে বিক্ষোভ অবস্থান করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহসভাপতি প্রবীণ কুমার মাহাতো। জেলা সভাপতি দীপক কুমার সাউ, জেলা সম্পাদক সোনি সেনগুপ্ত সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম সিংভূম ঃ এই জেলার জগন্নাথপুর ও চক্রধরপুরে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহসভাপতি রিঙ্কি বংসিয়ার সহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

সরাইকেলা-খরসাওয়াঁ ঃ এই জেলার চান্ডিলে উদযাপন অনুষ্ঠানে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ও জেলা সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

রাঁচি ঃ জেলার শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। রাজ্য সহসভাপতি আশিস কুমার সহ রাজ্য অফিস সম্পাদক শ্যামল মাঝি উপস্থিত ছিলেন।

জামতাড়া ঃ শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ যুধিষ্ঠির কুমার।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com